যুগান্তর

তারিখ 04 JAN 2006

সমাবর্তন উপলক্ষে বুয়েটে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের প্রাণের মেলা

মুসতাক আহমদ

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) নবম সমাবর্তন উপলক্ষে মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে বসেছিল প্রাণের মেলা। শিক্ষাজীবনের শেষলগ্নে দেশের সর্বোচ্চ প্রকৌশল বিদ্যার পাদপীঠ থেকে উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি গ্রহণ উপলক্ষে শিক্ষার্থীরা ছিল আনন্দে উদ্বেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের কাছ থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি নেয়ার অনুষ্ঠানটি প্রত্যেক বাবা-মার জীবনেরও এক পরম পাওয়া। প্রাপ্তির আনন্দে উদ্বেল অভিভাবকরাও প্রিয় সন্তানের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সমাবর্তনে।

বুয়েটের নবম সমাবর্তন গতকাল বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে চ্যান্সেলরের শোভাযাত্রার মাধ্যমে শুরু হয়। প্রশাসনিক ভবন রশিদ ভবনের সামনে থেকে চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে শুরু হয় শোভাযাত্রা। দুপুর ১২টায় বুয়েটের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে শোভাযাত্রা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্যান্ডেলে প্রবেশ করেন। পরে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে শুরু হয় মূল পর্ব। চ্যান্সেলর হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। চ্যান্সেলর হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর বুয়েটে এটা সর্বাধিক পঞ্চমবার আগমন। অনুষ্ঠানের শুরুতে তিনি এবারের সমাবর্তনের একমাত্র গোল্ড মেডেলিস্ট আবদুল্লাহ আল মুজাহিদকে বুয়েটের ২০০২-২০০৩ সালের স্নাতক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় গোল্ড মেডেল দেন। এরপর এক এক করে তিনি বুয়েটের ১৮টি বিভাগ ও দুটি ইন্সটিটিউটের ৭৮৯ জনকে স্নাতক, ৩ জনকে পিএইচডি এবং ১৪২ জনকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেন। পাঁচটি অনুষদের ডিনরা তাদের শিক্ষার্থীদের পৃথকভাবে উপস্থাপন করেন ডিগ্রি নেয়ার জন্য চ্যান্সেলরের সামনে। আর প্রত্যেক বার চ্যান্সেলর অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ও দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেন, 'বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে আমার ওপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে আমি আপনাদেরকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অর্জিত ডিগ্রি প্রদান করিতেছি। আপনাদের কর্মকুশলতা, আচরণ এবং চারিত্রিক গুণাবলীকে এই ডিগ্রির উপযুক্ত প্রতিপন্ন করিবার দায়িত্ব আপনাদের ওপর অর্পণ করিতেছি।' চ্যান্সেলরের প্রত্যেক বারের ঘোষণার সঙ্গে মুহুর্মুহু করতালিতে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে সমাবর্তন অঙ্গন।

অনুষ্ঠানে ৯ শতাধিক গ্রাজুয়েটকে ডিগ্রি দেয়া হলেও এতে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন প্রায় দু'হাজার। যাদের বেশিরভাগই অভিভাবক। গতকালের সমাবর্তনকে সামনে রেখে বুয়েট সেজেছিল বর্ণিল সাজে। সর্বত্র ছিল সাজসাজ রব। বিগত তিন-চারদিন ধরে শিক্ষার্থীরা গাউন পরে ঘুরেছে, মহড়া দিয়েছে। দল বেঁধে প্রিয় বন্ধু আর বান্ধবীর সঙ্গে জীবনের স্মরণীয় দিনটিকে আরও স্মৃতিময় করে রাখার জন্য ছবি তুলেছে। অক্লান্ত আর দীর্ঘ পরিশ্রম শেষে এ যেন ছিল তাদের মুক্তি পাওয়ার আনন্দ। গ্রাজুয়েশনের গাউন পরা প্রিয় সন্তানের সঙ্গে মা-বাবাও ভুল করেননি ছবি তুলতে। সমাবর্তন অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর অনেক শিক্ষার্থীকে মঞ্চের সামনে এসে দেখা যায় ছবি তুলতে। অনেকে প্রিয় শিক্ষকের সঙ্গে তুলেছেন ছবি। প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে বুয়েটে গত কয়েকদিন সর্বসাধারণের চলাচলে যে কড়াকড়ি ছিল প্রধানমন্ত্রী বুয়েট ক্যাম্পাস ত্যাগ করার পর তা উঠিয়ে নেয়া হয়। ফলে গোটা কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ আর বুয়েট ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা আনন্দের ডানা মেলে ছড়িয়ে পড়েন। সমাবর্তন উপলক্ষে সোমবার শিক্ষার্থী [illegible] একসঙ্গে ক্যাম্পাসে মহড়া দিয়েছেন। [illegible] [illegible] পর আবদুল্লাহ আল মুজাহিদ সাংবাদিকদের বলেন, এ প্রাপ্তির যে কি আনন্দ তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।